দৈনিক সংবাদ

JAN 17 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সরজমিন রাজশাহী

জানুয়ারির অর্ধেক চলে গেলেও সব শিক্ষার্থীর হাতে বই পৌঁছেনি

জাহাঙ্গীর আলম আকাশ, রাজশাহী থেকে ঃ সরকার ঢাকঢোল পিটিয়ে বছরের শুরুতেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছে দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। কিন্তু জানুয়ারি মাসের অর্ধেক কেটে গেলেও বিভাগীয় জেলা শহর রাজশাহীতে এখনও সব স্কুলে পাঠ্যবই পৌঁছেনি। গতকাল বুধবার মহানগরীর কয়েকটি স্কুল ঘুরে এই তথ্য পাওয়া গেছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের হিসাব মতে, গোটা জেলায় প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত মোট শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য সংখ্যা ২ লাখ ৯৩ হাজার ১৪। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৫শ' ৫৯টি। এছাড়া আরও ৪শ' ১৮টি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর বাইরেও অননুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত? তার হিসাব সংশ্লিষ্ট দপ্তরে নেই। জেলায় মোট বইয়ের চাহিদা হলো-১০ লাখ ৭৯ হাজার ২শ' ৪১টি। গত ১৫ ই জানুয়ারি পর্যন্ত ৭ লাখ ৬৬ হাজার ৪শ' ৫৭টি বই পাওয়া গেছে। এর মধ্যে একই তারিখ পর্যন্ত বিতরণ দেখানো হয়েছে ৬ লাখ ১৩ হাজার ৬শ' ৫৯টি। তবে অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, এখন পর্যন্ত ৪ লাখের বেশি বই বিতরণ করা সম্ভব হয়নি।

সংশ্লিষ্ট দপ্তর সূত্র জানায়, প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা এবং তৃতীয় শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সমাজ বই এবার পরিবর্তন করা হয়েছে। এই দু'টি বই সব শিক্ষার্থীই নতুন পাবে। সেগুলো এখনও সংশ্লিষ্ট দপ্তরে এসে পৌঁছেনি। ৩৩ প্রকার বইয়ের মধ্যে একই ছাত্র-ছাত্রী কমপক্ষে ৩টি করে বই একেবারে নতুন পাবে। এক সেট বইয়ের অবশিষ্ট বই আগের স্টকে থাকা বই থেকে সরবরাহ করা হবে বলে সূত্র জানায়। গত ১লা জানুয়ারি থেকে বই বিতরণ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট এলাকার সাংসদদের মাধ্যমে বিতরণ করা শুরু হয়েছে। অধিকাংশ স্কুলে এখন পর্যন্ত পাঠ্যবই পৌঁছেনি বলে জানা গেছে। বইয়ের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে যাতায়াত করলেও পড়ালেখা কিছুই হচ্ছে না। তবে কয়েকজন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান জানিয়েছেন, বইয়ের অভাবে শিক্ষার্থীদের ক্লাস নেয়া যাচ্ছে না। এই সুযোগে বিভিন্ন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহ করা হচ্ছে।

রাজশাহী মহানগরীর কুমারপাড়াস্থ মনুজান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গতকাল সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, বিদায়ী ছাত্রীদের সংবর্ধনা দেয়ার জন্য ক্লাস হচ্ছে না। ১লা জানুয়ারি থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বই বিতরণ শুরু হয়েছে। শিক্ষকরা জানালেন, তৃতীয় ও পঞ্চম শ্রেণীর বাংলা এবং সমাজবই সম্পূর্ণ নতুন বই পাওয়া গেছে। অন্যান্য বইয়ের ৫০ ভাগ একেবারেই নতুন বই সরবরাহ এসেছে। বাকি বই আগের স্টক থেকে বিতরণ করা হচ্ছে। কলেজিয়েট সরকারি স্কুলের শিক্ষকরা জানান, বই এখনও পাওয়া যায়নি। আগামী ২১শে জানুয়ারি বই সরবরাহ দিতে চেয়েছে শিক্ষা বিভাগ।

এদিকে গোদাগাড়ি উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা গত ১৫ই জানুয়ারি (স্মারক নম্বর-১) জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে লেখা পত্রে জানান, গোটা উপজেলা দু'টি জোনে বিভক্ত। এর একটি হলো-গোদাগাড়ি এবং অন্যটি হচ্ছে-কাকনহাট জোন। কাকনহাট জোন এলাকার কোন স্কুলেই গত ১৫ই জানুয়ারি পর্যন্ত পাঠ্যবই সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। অতীব জরুরি ভিত্তিতে এব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য পত্রে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

এব্যাপারে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার বক্তব্য নেয়ার জন্য গতকাল দুপুরে (আনুমানিক সাড়ে বারোটার দিকে) তার কার্যালয়ে এই প্রতিনিধি যান। কিন্তু অফিসে না থাকায় তার বক্তব্য নেয়া সম্ভব হয়নি।